নীতিমালায় আছে মেট্রোপলিটন এলাকায় বেসরকারি মেডিকেল হতে হলে কলেজ ও হাসপাতালের জন্য দুই একর জমি থাকতে হবে। কার্যক্রম প
থাকতে হবে ১ লাখ ৮০ হাজার বর্গফুট ফ্লোরস্পেস।

কিন্তু স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের এক পরিদর্শন প্রতিবেদনে দেখা গেছে, শ্যামলীতে ঢাকা সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে
কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, শুধু এই কলেজই নয়, অধিকাংশ বেসরকারি মেডিকেল এমন অনিয়মের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। সংশ্লিষ্টদের অনেকে জ
কলেজে স্বেচ্ছাচারিতা চরমে পৌঁছেছে। কিন্তু কার্যত তাদের নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না।

এমন পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা যুগান্তরকে বলছেন, দেশে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিচালনা আইন তৈরি হয়নি। নামকাওয়াস্তে একটি নীতিমালা থাকলেও অনেক তা মানছে না।

অথচ নীতিমালার ২.৩ নির্দেশনা অনুযায়ী ভাড়া বাড়িতে মেডিকেল কলেজ স্থাপনের অনুমতি দেওয়ার বিধান নেই। ৯.৪ নির্দেশনায় বলা হয়েছে, ে
অনুমোদন বাতিল হবে।

কিন্তু দেশে ৭০টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধিকাংশই চলছে এভাবে জোড়াতালি দিয়ে। তাই অনেকের প্রশ্ন-এসব প্রতিষ্ঠানের

উত্তরটাও অনেকে জানেন, যেসব প্রভাব প্রতিপত্তি খাটিয়ে যারা ফাঁকফোকর রেখে এসব হাসপাতালের লাইসেন্স পেয়েছে।

শর্তপূরণ ছাড়াই যাকে-তাকে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের অনুমতি দেওয়ার পেছনে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগও আছে। তারা মনে করেন
হলে এ অরাজকতা বন্ধ হবে না।

এ ব্যাপারে জানতে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. এনায়েত হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি যুগান্তরকে বলেন, '
ফিরে বিস্তারিত কথা বলতে পারব। বিষয়টি নিয়ে অধিদপ্তরের পরিচালক তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে পারবেন।

অধিদপ্তরের পরিচালক ডা. একেএম আহসান হাবিব যুগান্তরকে বলেন, 'বেসরকারি মেডিকেল কলেজের চিকিৎসা শিক্ষা ও সেবার মানোন্নয়নে দফা
দেওয়া হয়েছে। গত কয়েক বছরে সাতটি কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তি স্থগিত করা হয়েছে। কিন্তু তারা বিভিন্ন সময় উচ্চ আদালতে রিট করে কার্যক্রম চা
নির্দেশনা দিলেও উচ্চপর্যায়ের তদবিরের কাজ করছে।'

নীতিমালায় বলা আছে, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিজস্ব জমি ও ফ্লোরস্পেস ছাড়াও বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএম
জন রোগীর জন্য ২৫০টি বিছানা হিসাবে ৯০ জনের জন্য ৪৫০টি বিছানা থাকা আবশ্যক।

এছাড়া ৭০ শতাংশ বেড অকুপেন্সি রেট ও এক কোটি টাকার স্থায়ী আমানত থাকতে হবে। মেডিকেল কলেজ নীতিমালা অনুযায়ী প্রতি ১০ জনে এ
অনুযায়ী প্রতি ২৫ জনে একজন সহকারী থেকে অধ্যাপক পর্যন্ত শিক্ষক থাকতে হবে।

শ্রেণিকক্ষ, মিউজিয়াম, ল্যাবের পরিসর ও সরঞ্জাম বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়া সার্ভিস রুল, অর্গানোগ্রাম, তিন মাস অন্তর গর্ভনিং বডির সভা, কোয়
হবে। এভাবে নীতিমালায় পূর্ণাঙ্গ ও একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের পূর্ব শর্ত হিসাবে বিস্তর নির্দেশনা দেওয়া আছে।

স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ) মহাসচিব অধ্যাপক ডা. এমএ আজিজ যুগান্তরকে বলেন, 'বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলো সংশ্লিষ্ট বিশ্ব
জায়গা থেকে রেগুলেশন হয়। তিন সংস্থার গাইডলাইনের আলোকে কলেজগুলো পরিচালিত হবে। যাদের গাইড করবে মন্ত্রণালয়। কিন্তু তাদের স
আরেকটি বিষয় হলো-বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর ইউনিফর্ম নীতিমালা বা সার্ভিস রুল নেই। যেটা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় করবে। মূলত প্রয়ে
অভাবে এমনটি হচ্ছে। তবে অনেক কলেজ চিকিৎসা শিক্ষাদানে বেশ ভালো করছে এজন্য সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে হবে।'

স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিদপ্তরের দেওয়া তথ্যমতে, বর্তমানে দেশে সরকারি ও বেসরকারিভাবে ১০৭টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল রয়েছে। শিক্ষার্থীদের

বলা হয়, ৩ মাসের মধ্যে মেডিকেল কলেজের ১১৮ দশমিক ৪৬ শতাংশ জমি, শিক্ষক বৃদ্ধি, ক্লাসরুম পরিবর্তন, সার্ভিস রুলের ঘাটতি কাটিয়ে উ
দেওয়া যেতে পারে। এগুলো বাস্তবায়ন না করলে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা হয়।

একই বছর ধানমন্ডি এলাকায় বেসরকারি জয়নুল হক সিকদার উইমেন্স মেডিকেল কলেজে পরিদর্শন প্রতিবেদনে ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে ১১০ জন শি
শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে কলেজটি পরিদর্শন করা হয়।

বেসরকারি মেডিকেল কলেজ নীতিমালা অনুযায়ী প্রতি ৫০ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে কলেজে এক লাখ বর্গফুট জায়গা প্রয়োজন। এ হিসাবে শুধু ওই
২০ হাজার বর্গফুট ফ্লোরস্পেস দরকার। পরিদর্শনে দেখা যায়, কলেজটিতে জায়গাসহ ৯৫ হাজার বর্গফুট ফ্লোর স্পেস ঘাটতি রয়েছে। একইভাবে
ফ্লোর স্পেস ঘাটতি আছে।

ফলে ফ্লোরস্পেস বাড়ানো, বিএমএমডিসির অধিভুক্তি হালনাগাদ, হাসপাতালের লাইসেন্স নবায়নের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রয়োজনীয় শি
রুম পৃথককরণ, গ্রন্থাগারের আসন বৃদ্ধি ও একাডেমিক পরিবেশের দৃশ্যমান উন্নয়নের শর্তসাপেক্ষে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের অনুমোদনের কথা বলা হয়ে
বৃদ্ধির সুপারিশ সম্ভব নয় বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। পরিস্থিতির উন্নয়ন না হলে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ-উপাচার্য ও চিকিৎসা আন্দোলনের নেতা অধ্যাপক ডা. রশীদ-ই-মাহবুব যুগান্তরকে
মেডিকেল কলেজ নিয়ে কথা হচ্ছে। কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য অধ্যাদেশ লাগে, যা আজ অবধি সম্ভব হয়নি। আইন না থাকায় কোনো রকম একটি
সরকারিভাবে অনুমোদন নিয়ে অধিকাংশই নামকাওয়াস্তে পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম পরিদর্শনে বিএমডিসি, বিশ্ববিদ্যালয় ও
শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা ও বিএমডিসি কর্তৃক লাইসেন্স ছাড়া প্রায় সব জায়গায় প্রশ্নবিদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। এতে করে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানার্জন করলেও সবাই
হচ্ছে না। প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ছাড়া এটা সম্ভব নয়। এজন্য আইন করে মান নিয়ন্ত্রণে গুরুত্ব দিতে হবে।’

21
Shares